# আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞানের নির্দেশনা ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী *

**সারসংক্ষেপ** ঃ পৃথিবীতে মাবনগোষ্ঠীর উদ্ভব-উৎস, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, মানুষের নানা জাতি, গোষ্ঠী বর্ণ, জিনতত্ত্ব, ভাষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুন্দর করে কথা বলা, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন, ফসিল ইত্যাদি বিষয় নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। নৃবিজ্ঞানের বিষয়গুলো অতীত শিল্পকর্ম, স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে যেমন ধারণা পেশ করে তেমনি সীমা লংঘনকারী পাপীষ্ঠ জাতির পরিণতি সম্বন্ধেও তথ্য প্রদান করে। বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা করে আবিস্কার করতে সক্ষম হলো যে, পবিত্র কুরআনে নৃবিজ্ঞানের বহু তথ্যের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। অত্র প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞানের পরিচয় ও বিষয়বস্ত, আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞান, মানুষের মূল উৎস, নৃবিজ্ঞান ও জিনতত্ত, মানুষের উদ্ভব-উৎস এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, নৃবিজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা, নৃবিজ্ঞান ও মানুষ এক জাতি, নৃবিজ্ঞান ও নানা জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায়, নৃবিজ্ঞান ও বহু জাতির উত্থান-পতন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**সূচক শব্দ ঃ** আল-কুরআন, নৃবিজ্ঞান, মানুষের মূল উৎস, জিনতত্ত, মানুষের উদ্ভব-দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, ভাষা শিক্ষা, বহু জাতির উত্থান-পতন।

## ভূমিকা ঃ

বলাবাহুল্য যে, বহু প্রাচীন শহর, বিলাস বহুল প্রাসাদ, শিল্পকলা এবং জীবন্ত প্রাণী মাটির গভীরে তলিয়ে গেছে কিংবা বিলীন হয়ে গেছে। তলিয়ে যাওয়া সেসব নগর সভ্যতার প্রকাশিত চিহ্ন অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া জনপদের ইতিহাস ধরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কখনো পাওয়া যায় জীবন্ত ফসীল, কখনো জনপদের ধ্বংসাবশেষ, কখনো বা সুদূর অতীতে নির্মিত কিস্তি, কিংবা অতীত মৃত মানুষের ফসিল। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এসব বিষয়ে মানুষ কিছুই জানতো না। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে অতীতের যেসব শহর, জাতি, শিল্প সামগ্রী মাটির নিচে চাপা পড়ছে তা জানিয়ে দেয়ার পর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। যেমন- নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান, প্রাইমেটতত্ত্ব বিজ্ঞান। মূলত নৃবিজ্ঞানের পরিচয়, বিষয়বস্তু, পবিত্র কুরআনের আলোকে নৃবিজ্ঞানের উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কি কি নির্দেশনা রয়েছে তা আলোচনা-পর্যালোচনা করাই হল অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যসার।

## নৃবিজ্ঞানের পরিচয়

নৃবিজ্ঞান শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, Anthropology যা দুটি গ্রীক শব্দ থেকে সংকলিত। গ্রীক শব্দ Anthropos (or anthropo) অর্থ man (নৃ=মানুষ) এবং Logy (or logia or logos) অর্থ Study (পাঠ বা বিজ্ঞান)। অতএব, শাব্দিক অর্থে Anthropology হচ্ছে the study of man (মানুষের পাঠ) বা the

* সহযোগী অধ্যাপক, ইস্‌লামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

science of man (মানব-বিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞান)। সুতরাং নৃবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ (Scientific study of man)। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৩৫)

নৃবিজ্ঞান বলা হয় মানুষের সামগ্রীক পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ন। অর্থাৎ মানুষ এবং তার সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ (study of man and his culture) তথা মানুষ এবং তার কাজ, আচরণ, জীবনপ্রণালী-সংস্কৃতি সম্পর্কে যত সব বিজ্ঞান রয়েছে সবই নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী হিসেবে মানুষ এবং সামাজিক জীব হিসেবে তার সংস্কৃতি পর্যালোচনাই নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বস্তুত নৃবিজ্ঞান এক দিকে যেমন প্রাণী রাজ্যে মানুষের স্থান ও বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে অন্যদিকে সমাজিক প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক জীবনের পাঠও পর্যালোচনা করে। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৩৬)

এক কথায় বলতে গেলে, নৃবিজ্ঞান মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন। নৃবিজ্ঞান মানুষের অস্তিত্বের জৈব এবং সামাজিক উভয় দিক সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন। নৃবিজ্ঞান সব যুগ তথা আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগ ও স্থানের মানুষ এবং তার জীবনপ্রণালী সম্পর্কে গবেষণা করে। সুতরাং নৃবিজ্ঞান আদিম মানুষ থেকে নিয়ে আধুনিক মানুষ এবং তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানের রয়েছে একটি সুসংহত চিন্তা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি; রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিভিত্তিক গবেষণা কৌশল যা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে এবং ঐ তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্বে উপনীত হতে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৩৬)

## নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত

নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বেশ ব্যাপক। বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে নৃবিজ্ঞান প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সেগুলোর স্ব-স্ব বিষয়ের পাঠ পর্যালোচনা করে। নৃবিজ্ঞানের প্রধান দুটি বিভাগ হলো, দৈহিক নৃবিজ্ঞান (physical anthropology) এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (cultural anthropology) । অতএব নৃবিজ্ঞানের পরিধি হচ্ছে নিম্নে আলোচিত দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সমূহ।

**দৈহিক নৃবিজ্ঞানের** মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীব মানুষ (man as an animal)। দৈহিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র প্রধানত দুটি। ক. মানব বিবর্তন এবং খ. দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত অধ্যয়ন। দৈহিক নৃবিজ্ঞান মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণে একটি পদ্ধতি হিসেবে মানুষের জৈব বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতি আলোচনা করে। ইহা প্রাণী জগতের অংশ হিসেবে মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন তথা আদিম ও আধুনিক মানুষের বিভিন্নতা বা প্রজাতি সম্পর্কে গবেষণা করে। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৩৭)

মানব দেহের গড়ন-বৃদ্ধি ইত্যাদি পাঠে দৈহিক নৃবিজ্ঞানী জীবন্ত অথবা সদ্য মৃতদেহ নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক হিসাব মাপার নিপুণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেছেন যা দাঁতের গড়ন, চুলের ধরন ও রং, ত্বকের রং, রক্তের চাপ ও গ্রুপ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল পরিমাপের নিশ্চয়তা প্রদান করে। মানুষের বিবর্তন পাঠে তিনি ফসিলের তুলনামূলক সমীক্ষা চালান। দেহের গড়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যের প্রভাব নিয়েও তাঁরা গবেষণা করেন। মানুষের জন্ম ও বংশগতি সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং মানুষ ও তথাকথিত মানবাকৃতির প্রাণিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য

বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে সমীক্ষা চালান। এরা মানবাচরণ সম্পর্কে জানার জন্য 'মানবাকৃতির' প্রাণীর আচরণ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং মানুষ ও প্রাণীর আচরণগত মিল-অমিল পর্যবেক্ষণ করেন। মানবদেহের বৃদ্ধি এবং দৈহিক প্রকরণ (Human growth and body type) সম্পর্কেও নৃবিজ্ঞানী আগ্রহ দেখান। (Taylor, *Culturul Ways,* 1980 : 6) দৈহিক নৃবিজ্ঞান মানব জীবাশ্ম-বিজ্ঞান ও প্রাইমেট তত্ত্ব নিয়েও গবেষণা করে। মানব জীবাশ্ম বিজ্ঞানী মাটি খুঁড়ে পাওয়া আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম সংগ্রহ ও গবেষণা করে। মানুষের ঐ সব পূর্বপুরুষের ফসিল কংকাল সম্পর্কে গবেষণার পাশাপাশি তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার সম্পর্কেও তাঁরা আগ্রহ দেখান। সংগ্রহীত ফসিলের সঙ্গে বর্তমান মানুষের কংকাল তুলনা করাও তাদের অন্যতম কাজ। মানব জীবাশ্ম-বিজ্ঞান যেখানে ফসিল সংগ্রহ করে গবেষণা করেন প্রাইমেটতত্ত্ববিদ সেক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বাসিন্দা 'মানবাকৃতির' প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খুঁজতে প্রয়াস চালান। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৩৮)

**সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের** মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, যেমন-বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতিপ্রথা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, আচার-বিশ্বাস, ধর্ম, আইন, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করে। বস্তুত, কোন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ঐ ব্যবস্থাবলি সম্পর্কে বিশ্বাস ও আচরণ এবং ঐ ব্যবস্থাবলির আলোকে চলমান জীবনপ্রণালী পর্যালোচনাই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক। যা সমাজ নৃবিজ্ঞান, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান, রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, প্রতিকী নৃবিজ্ঞান, পরিবেশগত নৃবিজ্ঞান, মনস্তাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষা বা জ্ঞানগত নৃবিজ্ঞান, আইনগত নৃবিজ্ঞান, চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, গ্রাম নৃবিজ্ঞান, নগর নৃবিজ্ঞান, জটিল সামাজের নৃবিজ্ঞান এবং ফলিত নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান নিয়েও আলোচনা করে। (*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ২০১৩ : ২৪২-২৪৭)

## নৃবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়

মূলত নৃবিজ্ঞান মানুষ ও তার উদ্ভব-উৎস, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, মানুষের নানা জাতি, গোষ্ঠী বর্ণ, জিনতত্ত্ব, ভাষা, সভ্যতা- সংস্কৃতি, সুন্দর করে কথা বলা, ফসিল, মানব জাতির উত্থান-পতন, মানব শরীর ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা করে আবিস্কার করতে সক্ষম হলো যে, পবিত্র কুরআনে নৃবিজ্ঞানের বহু তথ্যের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

## আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞান

### নৃবিজ্ঞান মানুষ ও তার উদ্ভব-উৎস এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও মানুষ ও তার উদ্ভব নিয়ে পনের জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন,

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ "তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্র কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর" (আল-কুরআন, সূরাতুল 'আন'আম, ৬ ঃ ২)।

পবিত্র হাদীছে হযরত আদম (আ:) সৃষ্টি ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, " خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ، النَّفَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ " "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন, তুমি যাও। উপবিষ্ট ফিরিশতাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শোনবে তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরদের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা), তাই তিনি গিয়ে বললেন, 'আস্সালামু 'আলাইকুম। তাঁরা জবাবে বললেন, আস্সালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্"। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন, 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বাক্যটি। অতঃপর নবী (সাঃ) আরও বললেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম (আঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃহ্রাস পেয়ে আসছে।" (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ৫/২২৯৯)

বর্ণিত আছে, মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালূল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযুর! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাও কবূল করলেন। (আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, তাবি : ৪/১৮৬৫)

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, মুনাফিক সর্দারের কাফনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন কেন? এর উত্তরে ইমাম কুরতুবী (র.) ও ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর দুটি কারণ থাকতে পারে। এক. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাবাহী ছিলেন তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি (সাঃ) এমনটি করেছিলেন। দুই. যা বুখারীর হাদীছে জাবির (রা.)-এর রিওয়ায়িতক্রমে উদ্ধৃত যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ) -এর চাচা 'আব্বাসও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। 'আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাইর কোর্তা নিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের চাচা 'আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই ইহসানের বদলা হিসেবেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জামা মুবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (আল-কুরতুবী, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, ১৩৮৪/ ১৯৬৪ : ৮/২২০; আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, ১৪২০ : ১৬/১১৬ ) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং 'আব্বাস (রা.)-কেও আনা হল আর তখন তাঁর শরীরে পোশাক ছিল ন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী (সাঃ) সে

জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী (সাঃ) নিজ জামা খুলে আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাইকে (তার মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইবন উয়াইনাহ্ (রা.) বলেন, নবী (সাঃ)-এর প্রতি আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই-এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন। (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ৩/১০৯৫)

তাফসীরে আরও এসেছে, 'আব্বাস (রা.)-এর আওয়াজ এত বড় ছিল যে, আট মাইল দূর থেকে তা মানুষ শুনতে পেতেন। (আল-খালূতী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, তাবি : ৩/৪১) ২. তিনি আরও বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ "তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ" (সুরাতুর রূম, ৩০ ঃ ২০)।

## মানুষের মূল উৎস

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত মতবাদ হচ্ছে চার্লস ডারউইনের 'মানব বিবর্তনবাদ' তত্ত্বটি। বাস্তববাদী বিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, যদি বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তনের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে বিচার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও কি বিবর্তনের ফল? যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। স্বর যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তৈরী করে কথা বলার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে একটা অঞ্চল রয়েছে যার নাম 'ব্রোকার জোন'। গরিলা, বানর কিংবা অন্য যে কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রোকার জোনের সন্ধান মেলেনি। তাই অন্যান্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না। যেসব কোষ দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় সেসব কোষকে প্রধানত চার ধরনের জৈব পদার্থ পার্থক্য করে দেখাতে পারে। এসব জৈব পদার্থ হলো, কার্বোহাইড্রেট, ফেটস, নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিন। প্রাণীদেহ তৈরী হয় একটার পর একটা কোষ সাজিয়ে। কোষের অভ্যন্তরে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার মধ্যে আছে DNA। মানুষ যে ঠিক মানুষেরই মত, বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মত নয়; তার কারণ মানুষের ডিএনএ ওদের DNA থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার প্রত্যেক মানুষের DNA এর গঠন আলাদা আলাদা। এরই বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এ। যেহেতু দুটি মানুষের DNA এক রকম হতে পারে না। তাই DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে সনাক্ত করনের অব্যর্থ হাতিয়ার। ফিঙ্গার প্রিন্টিং সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে, بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ "পরন্তু আমি মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম" (সূরাতুল কিয়ামাহ্, ৭৪ ঃ ৪)।

মানুষ সৃষ্টির সূচনায় যেসব উপাদান (মৃত্তিকা ও পানি) পবিত্র কুরআন ব্যাপক উল্লেখ করেছে। তা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য। মৃত্তিকার সারনির্যাস (সুলালাহ্) হলো মানুষের দেহ গঠনের রাসায়নিক উপাদান। মানবদেহ পরিগঠনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান যেগুলি মলিকুউল তৈরি করে সেসব উপাদান ও উপকরণ মৃত্তিকার উপাদান। সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার মহতী ইচ্ছায়

সৃষ্টিশীল বিবর্তনের ধারায় এক জোড়া জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি হলো, আদম এবং হাওয়া। এদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে সন্তান সৃষ্টি হয় যা ২৮০ দিন পর সুন্দর মানব রূপে ভূমিষ্ট হয়। এভাবে বিশ্বময় গোটা মানব জাতি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মানুষ সৃষ্টির এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরাসরি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির আর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً "হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভুর অনুগত হও যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নারী পুরুষ" (সূরাতুন নিসা, ৪ ঃ ১)। وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً "আল্লাহ্ তোমাদের নাফ্স থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন" (সূরাতুন নাহল, ১৬ ঃ ৭২)। উক্ত আয়াত দুটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক এবং অযৌক্তিক যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى "হে মানব সকল! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পিতৃ ও মাতৃ (জনন কোষ) থেকে" (সূলাতুল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)।

১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে স্প্যালাঞ্জানী (Spallanzani) প্রমাণ করে দেখালেন যে, ভ্রূণ সৃষ্টির জন্য পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বানু উভয়েরই প্রয়োজন। (শেখ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা*, ২০০৩/ ১৪২৪ : ১৫৭) লিওয়েন হুক ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মানব শুক্রকীট আবিষ্কার করেন। এর ১৫০ বছর পর ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে ভোন বেয়ার (Von Baer) নারীর ডিম্বাণু সনাক্ত করেন। (শেখ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা*, ২০০৩/ ১৪২৪ : ১৫৭)

এই আবিষ্কারের প্রতি পবিত্র কুরআন ও হাদীছে অনেক পূর্ব থেকে ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে (নারী-পুরুষ উভয়ের মিশ্র) শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করেছি" (সূরাতুদ দাহার, ৭৬ ঃ ১৩)। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, يَا مُحَمَّدُ، مِمَّ يُخْلَقُ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: " يَا يَهُودِيُّ، مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ: مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأَةِ، فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ، مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ، وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيقَةٌ، مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ "، فَقَامَ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ. "এক ইয়াহুদী এসে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, ওহে মুহাম্মদ! মানুষ কার থেকে সৃষ্টি হয়? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, ওহে ইয়াহুদী শুনে রাখ, মানুষ স্ত্রী-পুরুষ উভয় থেকে অর্থাৎ পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বাণু থেকে সৃষ্টি হয়। পুরুষের শুক্রকীট গাঢ়, এ থেকে সৃষ্টি হয় হাড় ও শিরা এবং নারীর ডিম্বাণু পাতলা, এ থেকে সৃষ্টি হয় গোশত ও রক্ত। অতঃপর ইয়াহুদী বলল, আপনার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা এভাবেই বলে গেছেন।" (আশ-শায়বানী, *মুসনাদু 'আহমদ ইবন হাম্বল*, ১৪২১/ ২০০১ : ৭/৪৩৭)

৩. তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মী বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না" (সূরাতুল হজ্জ, ২২ ঃ ৫)।

৪. তিনি আরও বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ" (সূরাতু ফাতির, ৩৫ ঃ ১১)।

৫. তিনি আরও বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ "তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর" (সূরাতু গাফির, ৪০ ঃ ৬৭)।

৬. তিনি আরও বলেন, الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ "যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (সূরাতুস সিজদা, ৩২ ঃ ৭-৯)।

৭. তিনি আরও বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ "প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সার-নির্যাস থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই

মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়" (সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২-১৪)।

বৃটিশ ভ্রুণ তত্ত্ববিদ Von bear ১৮২৭ সালে ভ্রুণ বিকাশের স্তর (stage) গুলো আবিষ্কার করেন। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ১৩৬) ৭ম শতাব্দিতে অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন ভ্রুণ বিকাশের পর্যায়গুলো বিভিন্ন সূরায় খণ্ডিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সূরাতুল মু'মিনের ১২-১৫ নং আয়াতে এ পর্যায়গুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন যা বিজ্ঞান সম্মতভাবে ধারাবাহিক সামঞ্জস্যতা বিধান করে। নিম্নে কুরআন এবং বিজ্ঞানে বর্ণিত ভ্রুণ সৃষ্টির পর্যায়গুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দেখানো হল,

| **পবিত্র কুরআন** | **বিজ্ঞান** |
|---|---|
| ১. সুলালাহ্ (সার-নির্যাস) | ১. Spem + Ovum (n) (প্রজনন অণু) |
| ২. নুৎফা (অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট প্রজনন কোষ) | ২. Zygote (নিষিক্ত কোষ) |
| ৩. আলাক (জমাট রক্তপিন্ড) | ৩. Blastocyst (রক্তপিন্ড) |
| ৪. মুদগাহ (মাংসপিন্ড) | ৪. Somites (বহুকোষী মাংসপিন্ড) |
| ৫. ইযাম (অস্থি) | ৫. Skeleton (কংকাল বা অস্থি তন্ত্র) |
| ৬. লাহাম (মাংসপেশী) | ৬. Muscles (মাংস পেশী) |
| ৭. রূহ (প্রাণ) | ৭. Foetus (মানব শিশু) (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ১৩৭) |

৮. তিনি আরও বলেন, فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ "আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে" (সূরাতুস সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১১)।

৯. তিনি আরও বলেন, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ "যখন আপনার পালনকর্তা ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো" (সূরাতু সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭১-৭২)।

১০. তিনি আরও বলেন, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى "এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব" (সুরাতু তোয়াহ্, ২০ ঃ ৫৫)।

১১. তিনি আরও বলেন, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন" (সূরাতু আল-'ইমরান, ৩ ঃ ৫৯)।

১২. তিনি আরও বলেন, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا "তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল, তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে" (সূরাতুল কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৩৭)।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, মানুষের সৃষ্টির মূলে রয়েছে মাটি। বৈজ্ঞানিকগণ মাটি সম্পর্কে তথ্য দেয় যে, মাটির মাঝে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন কোবাল্ট, ফসফরাস, নিকেল ইত্যাদি। আর শরীর বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে মানব দেহের মাঝে এ উপাদান গুলোই খুঁজে পেয়েছেন। মাটি এবং মানব দেহের উপাদান এই জিনিস এবং বৈজ্ঞানিকদের এ তথ্যে যখন বস্তুবাদীগণ স্বগর্বে পঞ্চমুখ, তখন বলতে হয় পবিত্র কুরআন বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছে, মানুষ মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্ট। (মাও. আজিজুল হক, *কোনআন হতে বিজ্ঞান*, ১৯৯৯ : ১০৩) সুস্পষ্ট হলো যে, প্রথম মানুষ আদম মাটি দ্বারা তৈরি। এই আদম ও হাওয়া মাটিতে জাত ফলমূল ও শস্যাদি খেয়েছেন। তাদের ভক্ষিত খাদ্যের সারাংশ হলো বীর্য। এই বীর্য থেকেই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি তার বড় একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হলো মানব দেহের মধ্যে যেসব উপাদান রয়েছে মাটিতেও সেইসব উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মাটির উপাদান ও মানব দেহের উপাদানের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে।

## নৃবিজ্ঞান জিনতত্ত্ব (Genetics) নিয়েও আলোচনা করে থাকে

কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত Chromesome বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় জীন (Gene) নামের এক প্রকার এজেন্ট, যা DNA দ্বারা গঠিত। জিন (Gene) বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক আর বাহক। অন্যান্য বংশগত বৈশিষ্ট্যসহ চেহারার প্রতিচ্ছবি, গায়ের রং, চোখ ও চুলের রং, উচ্চতার পরিমাণ এবং অঙ্গভঙ্গির উপস্থাপনা জিনের মধ্যে বিদ্যমান। বংশ পরম্পরায় এসব বৈশিষ্ট্য একজন থেকে আর একজনের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। বংশগতি বিদ্যার জনক গ্রেগর মেন্ডেলের মতে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একটি করে ফ্যাকটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এর ফ্যাকটরকেই ১৯০৩ সালে জোহানসেন (Gene) নামে অভিহিত করেন। একটি ক্রোমোজোমে জিনগুলি পরপর একটি সারিতে সাজানো থাকে। মানব দেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমে জিনের স্যংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ১৪৩-১৪৪)

রাগ, নম্রতা, লোভ-লালসা, দয়া-মায়া, স্বার্থপরতা, বাচালতা, নিষ্ঠুরতা, সহিষ্ণুতা, আবেগ, যৌনানুভূতি প্রভৃতি মানুষের দোষ-গুণ। আধুনিক বিজ্ঞান (Teratology) বলে যে, এ সব দোষ-গুণের সঙ্গে মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও জেনেটিকস (Geneties)-এর প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানুষ ইচ্ছা করলেই ঐ সব দোষ-গুণ থেকে পুরোপুরিভাবে পবিত্র হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, পারিবারিক পরিবেশ, সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন ওগুলিকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে। বিজ্ঞান বলে, শরীরের ক্রোমোজম বা ডিএনএ'র ক্লাস্টারই বংশগত বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের বাহক। এই ডিএনএ'র স্ট্রান্ড আসে বাবার ক্রোমোজম থেকে, আর একটা আসে মায়ের ক্রোমোজম থেকে। কাজেই মা-বাবার চরিত্র বা দোষগুণই ছেলে-মেয়ের মধ্যে চলে

আসে। জিন (genes) বা জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালই এর জন্য দায়ী। শরীরের জিন (genes) পিতামাতার চরিত্রকে সন্তানের মধ্যে টেনে আনে। কাজেই তাদের কার্যকলাপে, কথনে, বচনে, চিন্তা-ভাবনায় পিতামাতার মিল পাওয়া যায়। মা-বাবার দোষগুণ (বা বৈশিষ্ট্য) দুই ভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলে আসে অথবা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে চলে যায়।

Gene দু'ধরনের হয়ে থাকে। ১. প্রকট জিন (dominant gene) এবং ২. প্রচ্ছন্ন জিন (recessive gene)। যদি পিতার Dominant gene সন্তানের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাহলে সন্তানটি হুবহু পিতার মত হয়। তাই মানুষ মন্তব্য করে "The boy takes after"। আর যখন মায়ের DG শিশুর মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তখন শিশুটি মায়ের মত হয়। আবার পিতা-মাতার প্রচ্ছন্ন জিন (recessive gene) শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হলে শিশু পিতা মাতা কারোর মতই হয় না। (শেখ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা*, ২০০৩/ ১৪২৪ : ১৬১-১৬২; মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ১৪৪-১৪৫ ) অর্থাৎ পিতামাতার দোষগুণ বা চরিত্র প্রবল (dominant) হতে পারে, ফলে তা অবিলম্বে সরাসরি সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার যেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ বাণীরই পুনরাবৃত্তি করছে যা তিনি ১৪০০ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ، فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ"আপন বীর্যের জন্য ভাল নারী পছন্দ কর। (আদ-দারু কুতনী, *সুনানুদ দারু কুতনী*, ১৪২৪/ ২০০৪ : ৪/৪৫৭; আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুব্‌রা*, ১৪২৪/ ২০০৩ : ৭/২১৪) কেননা আত্মীয়তার শিরা পিতামাতার চরিত্রকে সন্তানের মধ্যে টেনে আনে।" (আল-কুদা'ঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, ১৪০৭/ ১৯৮৬ : ১/৩৭০)

অথবা পিতামাতার দোষগুণ বহুদিন পর্যন্ত গুপ্ত (recessive) থাকে। অতঃপর তা ভাবী বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রকাশ পেতে পারে। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার ঐ সত্যেরই সাক্ষ্য বহণ করে যা ১৪০০ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে বের হয়েছে, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে আমার সন্তান হিসাবে অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে ধূসর বর্ণের কোন উট আছে ? সে বলল, হ্যাঁ ধূসর বর্ণের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ধূসর বর্ণের উট কোত্থেকে এল? লোকটি উত্তর দিলেন, পূর্ববর্তী বংশে হয়তো ধূসর বর্ণের কোন উট ছিল, তারই প্রভাবে হয়তো এরূপ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তোমার পূর্ববর্তী বংশে হয়তো কেউ কালো বর্ণের ছিল। তারই প্রভাবে এই ছেলে কালো বর্ণের হয়েছে। (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ৬/২৬৬৭; আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, তাবি : ২/১১৩৭)

বিজ্ঞানময় কুরআন (Gene) সম্পর্কে যে ধারণা পেশ করেছে তা হচ্ছে, مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ "একটি নুৎফা থেকে আল্লাহ্ তাকে (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন এবং তার শরীর বৃত্তীয় পরিণতি নির্ধারণ করেছেন" (সূরাতু আবাসা, ৮০ ঃ ১৯)। আরবী 'ফাকাদ্দারাহু' শব্দের অর্থ হচ্ছে-পরিণত স্বরূপ ঘটা, To becomes, To grow into , মানসিক ও শরীর বৃত্তীয় সাদৃশ্যের উদ্ভব হওয়া। বলা বাহুল্য এসব বৈশিষ্ট্য জিনের মধ্যে

ধরা থাকে। কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থে 'ফাকাদ্দারাহু' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, যথাযথ, পরিণতি, পরিমিত। এসব অর্থও জীন তত্ত্বের সমার্থক। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ "তিনি তোমাদের মধ্যে জোড়া তৈরি করেছেন, পশুদের মধ্যেও করেছেন জোড়া ভিত্তিক নিদর্শন, যাতে করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সম্প্রসারিত হয়" (সূরাতুশ শুরা, ৪২ ঃ ১১)। هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ "তিনি সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেমন তিনি ইচ্ছা করেন" (সূরাতু আল-'ইমরান, ৩ ঃ ৬)। আল্লাহ্ তা'আলা জোড়া সৃষ্টি করেছেন নুৎফার মধ্যে ক্রোমোজোমের মধ্যে এবং জিনের মধ্যে। অনুরূপভাবে পশু-পাখিদের মধ্যেও করেছেন জোড়াভিত্তিক নিদর্শন। অধিকন্তু (Gene) সৃষ্টি করে এর গুণগত মান পরিবর্তনশীল করেছেন যাতে করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং বংশ পরম্পরায় বংশগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে।

## নৃবিজ্ঞান ভাষা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও ভাষা শিক্ষা নিয়ে দুই জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন,

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তার মধ্যে কথা বলার কৌশলগত শিক্ষা দান করেছেন" (সূরাতুর রহমান, ৫৫ ঃ ৩-৪)।
মহানুভব স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার কথা বলার ক্ষমতা। কথা বলার সহায়ক দু'টি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য মানুষের কণ্ঠে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা মস্তিষ্ক (Brain) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার একটি হলো Phonation অপরটি Articulation। Phonation পদ্ধতিতে স্বর যন্ত্রের স্বর পর্দার (Vocal Cord) সাহায্যে শব্দতরঙ্গ ও কম্পন সৃষ্টি হয়। Articulation পদ্ধতিতে ঠোঁট, জিহবা, মুখবিবর, মাংসপেশী, তালু প্রভৃতি অঙ্গেও সঞ্চালণ দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয় এবং সাথে সাথে তা ডেলিভারী হয়। প্রয়োজনীয় কথা তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরিত হয় মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে যার নাম "Speech centre"।

সৃষ্টি কুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। স্বর যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ তৈরি করে কথা বলার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে একটা অঞ্চল রয়েছে যার নাম ব্রোকার জোন। যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রোকার জোনের সন্ধান মেলেনি। তাই তারা কথা বলতে পারে না। কথা বলার বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যতা কেবল মানুষের মস্তিষ্কে এবং স্বর যন্ত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ "তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন" (সূরাতু ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ২১)।

ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা করুন, তিনি বদরের যুদ্ধবন্দীদের থেকে সাহাবীদের পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানতো। পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা পড়ালেখার সাথে পরিচিত ছিলো না। এ কারণে এরূপ সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছিল, যাদের মুক্তপণ প্রদানের সামর্থ্য নেই, তারা মদীনার দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে।

শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করলে শিক্ষক কয়েদীদের জন্যে সেটাই হবে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ। (আল-মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ১৪২২ : ২৩৭)

## নৃবিজ্ঞান মানুষ এক জাতি এ নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও 'মানুষ এক জাতি' এ নিয়ে পাঁচ জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন-

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا "আর সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি, পরে উহারা বিভক্ত হয়ে পড়ে" (সূরাতু ইউনুস, ১০ ঃ ১৯)।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনটি মতামত রয়েছে,

এক. "সমস্ত মানুষ একই জাতি ছিল" এর অর্থ হলো, أَنَّهُمْ كَانُوا جَمِيعًا عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ। "সমস্ত মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক ধর্মের উপর ছিল, সেটি ছিল ইসলাম ধর্ম; যেহেতু আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুফরকে বাতিল ঘোষণা করা এবং মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনা করা। সুতরাং সাব্যস্ত হলো সমগ্র মানুষ এক জাতি ছিল মানে সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে।"

দুই. কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মানুষ কুফরের উপর ছিল।

তিন. কেউ কেউ বলেন, সমস্ত মানুষ এক জাতি ছিল এর অর্থ হলো, সকল মানুষকে ইসলামের ফিতরতের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তারা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই দিকে ইঙ্গিত করেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীছ, «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» "প্রত্যেক সন্তান ইসলামের ফিতরের উপর জন্ম হয়। অতঃপর তার পিতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খ্রিষ্টান বানায় কিংবা অগ্নিপূজারী বানায়।" (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ১/৪৬৫; আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, তাবি : ৪/২০৪৭)। কেউ কেউ বলেন, সমগ্র মানুষ এক জাতি ছিল এর অর্থ হলো, সকলেই এক জাতি ছিল বুদ্ধিভিত্তিক বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে। (আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, ১৪২০ : ১৭/২২৮-২২৯)

### কাফির ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন

সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীছ ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আঃ)-কে এর মুকাবিলা করতে হয়। (পানিপথী, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, ১৪১২ : ৫/১৭)। মুফতী শফী (রঃ) বলেন, একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল। এ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি

স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবর্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআন কারীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক-উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত হয়নি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং 'উম্মাতুন ওয়াহিদাহ্' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফির ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে 'فَاخْتَلَفُوا ' "পরে উহারা বিভক্ত হয়ে পড়ে"। পবিত্র কুরআনের এ আয়াত هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন" (সূরাতুত তাগাবূন, ৬৪ ঃ ২)-টি বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক পৃথক হয় না। ভাষা দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া নিদর্শন, যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। (শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, ২০০৬ : ৪/৫৭৪-৫৭৫)

২. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গাম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ ঃ ২১৩)।

ইবন কাছির (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর ছিল। আর ওটা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম। ইবন 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যে দশটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এসব লোক আদম (আঃ)-এর সত্য দ্বীনের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তারা মূর্তিপূজা করতে শুরু করে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা দলীল প্রমাণাদিসহ রাসূল প্রেরণ করেন। (ইবন কাছির, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, ২০০১ : ২/৪১১)

৩. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ "এ তো তোমাদেরই এক জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব আমার 'ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মাঝে বিভেদ করে। অথচ সবাই ফিরে আসবে আমার কাছে " (সূরাতুল 'আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯২-৯৩)।

৪. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের

পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে" (সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫২-৫৩)।

৫. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ "সব মানুষ এক উম্মত হয়ে যেতে পারে এমন আশংকা না হলে করুণাময় আল্লাহর অবিশ্বাসীদের জন্য আমি তাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি রূপা দিয়ে তৈরি করে দিতাম" (সূরাতুয যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৩)।

## নৃবিজ্ঞান নানা জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও নানা জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায়' নিয়ে এক জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন-

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা এক অপরের সহিত পরিচিত হতে পার" (সূরাতুল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)।

এই আয়াতে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর মধ্যে নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিত উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে। মানবের কোন গোষ্ঠী কোন গোষ্ঠী থেকে উদ্ভব হয়েছে এটা জানার জন্য নৃবিজ্ঞানীগণ খুবই উৎসাহী থাকেন। (মমতাজ দৌলতানা, *আল-কোরআন এক মহাবিজ্ঞান*, ১৯৯৯ : ১৬৬)

## নৃবিজ্ঞান বহু জাতির উত্থান-পতন নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও বহুজাতির বিনাশ ও নুতন জাতির সৃষ্টি নিয়ে অসংখ্য জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন-

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ "অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি" (সূরাতুল মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪২)। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ "আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি" (সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ ঃ ১১)।

২. তিনি আরও বলেন, وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى "আর তিনিই উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছেন" (সূরাতুন নাজম, ৫৩ ঃ ৫৩)। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত পাপীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে পাথরসমূহ ডেকে ফেলে, যেগুলোর বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ গ্রামে চার লক্ষ লোক বসবাস করতো। আবাসভূমির সবটাই অগ্নি, গন্ধক ও তেল হয়ে তাদের উপর প্রজ্জলিত হয়েছিল। (ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, ২০০১ : ৪/২৬০) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ

الْمُنْذَرِينَ "তারপর আমি অন্যদেরকে ধ্বংস করে দেই। তাদের উপর বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করি। যা সতর্কিতদের জন্য বড়ই খারাপ ছিল" (সূরাতুশ শু'আরা', ২৬ ঃ ১৭২-১৭৩)।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى "তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন এবং ছামূদকেও; অতঃপর কাউকে তিনি বাকী রাখেন নি। আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য" (সূরাতুন নাজম, ৫৩ ঃ ৫০-৫২)।

'আদে উলা অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, যাকে আদ ইবন ইরাম ইবন সাম ইবন নূহ (আঃ) বলা হতো। এ সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদের উপর ঝড়ের শাস্তি আপতিত হয়, যা সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, ২০০১ : ৪/২৫৯) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ "অতঃপর ছামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ূ। যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খেজুর কান্ডের মত মাটিতে পড়ে আছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি?" (সূরাতুল হাক্কাহ্, ৬৯ ঃ ৫-৮)।

**ইরাম শহর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,**

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ "আপনি কি লক্ষ্য করেননি আপনার প্রভু 'আদ গোত্রের ইরাম বাসীদের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের দৈহিক গঠন ছিল স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘ। যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি। আর ছামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল" (সূরাতুল ফজর, ৮৯ ঃ ৬-৯)।

বর্ণিত আছে 'আদ গোত্রের লোকেরা চারশত গজ লম্বা ছিল। তাদের একেক জন বড় বড় পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন এবং অন্যদের নিমিশেই ধ্বংস করে দিতেন। (আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, ১৪২০ : ৩১/১৫৩)

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন, ইরাম 'আদ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। যা তৈরি করতে তিনশত বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। আর শাদ্দাদের বয়স ছিল নয়শত বছর। কেননা এ অনুপম প্রাসাদটি যাবারজাদ ও ইয়াকূত পাথরের বহু স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নকল বেহেশতটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই এ বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সহ এ নকল বেহেশতে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, অমনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি উপস্থিত হয়। ফলে সবাই আযাবে নিপতিত হয় এবং

কৃত্রিম বেহেশতটিও মাটির গভীরে তলিয়ে যায়। খালিফা মাবিয়া (র.) (৬৬১-৬৮০) শাদ্দাদের রাজপ্রাসাদ অনুসন্ধান করার জন্য বেশ কয়েক দফা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। (আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, ১৪২০ : ৩১/১৫৩)

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর সংস্করণে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি' একটি তথ্য পরিবেশন করে, যাতে উল্লেখ করা হয় ১৯৭৩ সালে সিরিয়ার 'ইবলা' শহর খনন করে আবিষ্কার করা হয়েছে। শহরটি ৩৪ শতাব্দির পুরাতন এবং এতদিন মাটির নিচে চাপা পড়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে আবিষ্কারকগণ ইবলা শহরের গ্রন্থাগারে একটি নথিখুঁজে পান, যাতে ইবলা শহরের লোকেরা যে সব শহরের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করতো তার সব ক'টির নাম লেখা রয়েছে। ইবলা শহরের লোকেরা ইরাম (স্তম্ভের শহর) শহরের ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে, লেনদেন করেছে। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, ২০০১ : ২৭৫)। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ ইরাম শহরের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, সেই শহরের প্রথম 'আদ জাতি, যাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সবজাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এত দীর্ঘকায় জাতি আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেননি। কিন্তু তাদের অন্যায় কর্মের দরুন তাদেরকে সমূলে নিশ্চিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নৃবিজ্ঞানীগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইরাম শহর সম্পর্কে কিছুই জানত না। এমন কি কোন প্রাচীন ইতিহাসেও এ বিষয়ে কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। জ্ঞানের মহান উৎস পবিত্র কুরআন নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার তথ্যসমূহ প্রকাশ করে বিজ্ঞানের এ শাখাটিকে বর্তমানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ "আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌঁছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়" (সূরাতুল 'আ'রাফ, ৭ ঃ ৪)।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছে যেসব নগরী রাত্রে অন্ধকারে কিংবা সায়াহ্নে যখন নগরবাসী বিশ্রামরত ছিল সেই সময় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। আর এ ধ্বংস সংঘটিত হয়েছিল ঐসব নগরীর জনগণের বহু রকম অপকর্মের কারণে। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় সেই জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল মহা প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে। আদ জাতি ঝড়ের আঘাতে, সামূদ জাতি ভুমিকম্প ও ঝড়ের আঘাতে, হযরত লুত (আঃ)-এর জনগণ পাথর বৃষ্টি ও ভূমিকম্পে এবং মাদায়েন জাতি নিঃশেষ হয়েছিল প্রচন্ড ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে।

৩. তিনি আরও বলেন, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ "অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কঙ্করের পাথর বর্ষণ করলাম" (সূরাতু হুদ, ১১ ঃ ৮২)।

৪. তিনি আরও বলেন, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ "অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। অতঃপর আমি

জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম" (সূরাতুল হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৭৩-৭৪)।

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির চরম পরিণতি ফুটে উঠেছে। হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির বসবাসস্থল ছিল লুত সাগর জায়গাটি। হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির নৈতিক অধঃপতন এমন চরমে উঠেছিল তারা আল্লাহ্‌র সকল সীমা অতিক্রম করেছিল। প্রকাশ্যে সমকামীতা, বহুকামিতা, খুন, লুটপাট প্রভৃতি নিকৃষ্ট অপরাধ ঘটাতে এদের এতটুকু বুক কাঁপত না। এরা আল্লাহ্‌র নবীদের বিদ্রুপ করত, তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাদেরকে নিগৃহিত করার চেষ্টা করত। যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা গোটা জনপদ বিরাট ভূমিকম্পে উল্টে দিয়ে তাদেরকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেন। এর সঙ্গে তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর লুত সাগরটি ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্তস্থল হিসেবে স্থায়ী চিহ্ন করে দেন। চিহ্ন স্বরূপ ঐ এলাকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ এখনো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐ এলাকা অতিক্রম করার সময় ভয়ে কম্পমান হতেন এবং দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করতেন।

সে জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ এখনো আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকার সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে ৩৯৩ মিটার নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ভয়ানক সাগর গড়ে উঠেছে যার নাম দেয়া হয়েছে 'ডেট সী' (dead sea) অর্থাৎ মৃত সাগর। কারণ এর বুকে কোন প্রাণী পড়লে তার মৃত্যু অবধারিত। এর পানি অত্যধিক লবণাক্ত। সাধারণত সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা প্রতি লিটারে ৩৫ গ্রাম। কিন্তু ডেড-সী-র জলে প্রতি লিটারে ২৪০ গ্রাম নুন বিদ্যমান। অতিমাত্রায় নুন থাকায় এর পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব মানুষের পুরো শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়ে বেশি। ফলে কোন বস্তু এর জলে ডুবে না, ভেসে থাকে। এর আঞ্চলিক নাম লুত সাগর। বাইতুল মুকাদ্দেস ও জর্দান নদীর মাঝখানে এ সাগর অবস্থিত। শুষ্ক অঞ্চলে এর অবস্থান হওয়ার ফলে বাষ্পীভবন অর্থাৎ এর জল বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। আর সেখানে বৃষ্টিপাতও হয়না বললে চলে। তাই প্রতিদিনই নদীবাহিত নুন জমে লুত সাগরের পানির নুনের অনুপাত সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণ খনিতে কোন প্রাণী পড়লে যেমন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা বিলীন হয়ে যায় তেমনি অত্যধিক নুন মিশ্রিত এর পানিতে কোন জীবজন্তু পড়লে সেটি আর জানে বাঁচতে পারে না। এর পানিতে পটাসিয়াম ক্লোরাইড (Kc1), সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nac1), ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ($Mgc1_2$), সোডিয়াম সাফফেট ($Na_2so_4$) এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($Cacl_2$) অতিমাত্রায় রয়েছে। (মুহাম্মদ আবু তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ২৬৯-২৭১)

নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে যে এলাকাটি প্লাবিত হয়েছিল সে এলাকাটি হচ্ছে পারস্য উপসাগরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল। এ অঞ্চলের বিস্তার ছিল ১০০ মাইল এবং দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল। মানব বসতির চিহ্ন থেকে নৃবিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে, প্রায় ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বে (4000 B.C) এ মহাপ্লাবন ঘটেছিল। হযরত লুত (আঃ)-এ নগরীগুলোর অবস্থান ছিল মৃত সাগরের (Dead sea) ঐ এলাকার নিচে যেখান থেকে ধীরে ধীরে পানি নির্গত হয়ে থাকে। হযরত লুত (আঃ)-এর জনগণের উপর

ধ্বংস নেমে এসেছিল ভূমিকম্পসহ বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, প্রাকৃতিক গ্যাসের উদগীরণ ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আর এ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০০ বছর আগে। সারগণের খোদাই লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছামূদ জাতির আবাস ছিল পূর্ব ও মধ্য আরবের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সে এলাকাটি ছিল অ্যাশিরিয়ানদের অধীনে। ছামূদ জাতির পতন হয়েছিল সম্ভবত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে আগ্নেয় লাভা উদ্গত হয়ে যে বিস্তৃত এলাকা বিনাশ করেছিল তাকে আরব দেশে বলা হয় 'হারা' (Harra)। এসব নগরী ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ চলছে অন্যান্য নগরীতেও। এ নগরীগুলোকে বলা হয় হারানো নগরী (Lost cities)। হারানো নগরীর মধ্যে যেগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলো হচ্ছে ব্যাবিলন ও নিনেভ (Nineveh), পাকিস্তানে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা, ইতালির পমপেয়ী (Pumpeii), চিলনের পোলুন্নারোয়া (Polunnaruwa in Ceylon), এশিয়া মাইনরের হিট্টিটেস (Hittites) এর রাজধানী হাল্লুসাস (Hallusas), মায়াজের চিচেন-ইজা, ইনকাস এর আরবাম্বার মাচ্চুপিচা ইত্যাদি। (মুহাম্মদ আবু তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ২৬৯-২৭০)

## হযরত নূহ (আঃ)-এর কিস্তি প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি নূহকে কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করিয়েছি, যা চলত আমাদের দৃষ্টির সামনে। এটা ছিল তাঁর জন্য প্রতিদান, যাকে তারা (কাফিররা) প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি একে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিদর্শন করে রেখেছি। অতএব, কেউ কি আছে যে, এ নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে?" (সূরাতুল কামার, ৫৪ ঃ ১৩-১৫)।

১৯৫০ সালের ঘটনা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার (Nasa) স্থাপিত স্যাটেলাইট তুরস্কের একটি পর্বতের কাছাকাছি স্থান থেকে আসা মানব চক্ষুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি বস্তুর ছবি প্রেরণ করে। ছবিটি দেখে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এ জন্য যে, মানব চক্ষুর ন্যায় বিশাল এ ছবিটি কিসের হতে পারে? স্যাটেলাইট যে স্থান থেকে চিত্রটি তুলেছে তা হচ্ছে তুরস্কের জূদী পর্বতের কাছাকাছি স্থান। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে দীর্ঘদিনেও কোন কূল কিনারা করতে পারেন নি। অবশেষে মার্কিন তরুণ ভূ-তত্ত্ববিদ ডঃ ভান্দিল জোনস সফলকাম হলেন। তার প্রবল আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসুমন তাকে নিয়ে গেল জূদী পর্বতের ছুড়ায়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে তিনি একটি তথ্য পেয়ে স্যাটেলাইট কর্তৃক প্রেরিত ছবির বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিলেন। কুরআনে বর্ণিত তথ্যটি হচ্ছে, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নবী হযরত নূহ (আঃ) মহাপ্লাবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি কিস্তি নির্মাণ করেছিলেন। প্লাবন শেষে কিস্তিটি জূদী পর্বতের চূড়ায় এসে ভিড়েছিল। ডঃ জোনস এ অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে তিনি তুরস্কে গিয়ে স্থানীয় প্রবীন লোকদের কাছ থেকে হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর নির্মিত নৌকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহাপ্লাবন সম্পর্কে তথ্য লাভ করে জূদী পর্বতের চুড়ায় আরোহন করেন এবং বহু কাংক্ষিত বস্তুটি পেয়ে যান। সেটি হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তি। আবিষ্কৃত নৌকাটি ৫০ ফুটের অধিক চওড়া ও দীর্ঘদিন পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকায় এটির মূল আকারের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ২৭৪-২৭৫)।

পবিত্র কুরআন বলেছেন, وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "এবং কাজ সমাপ্ত হল। আর নৌকাটি জূদী পর্বতের নিকট এসে ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক" (সূরাতু হুদ, ১১ ঃ ৪৪)।

৫. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল" (সূরাতুল হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৮৩-৮৪)।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকে বুঝা যায় অনেক জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের অবাধ্যতার জন্য স্রষ্টা শাস্তি স্বরূপ মাটি চাপা দিয়েছেন আর সেসব মানুষের হাড়ের ফসিল নৃবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এবং মানুষের উদ্ভবের সময়কাল আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

পবিত্র কুরআনে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে,

৬. তিনি আরও বলেন, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ "এবং সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা ডুবে যাওয়া বাহিনী। তারা কত বাগান ও ঝরণা ছেড়ে গিয়েছিল! কত ক্ষেত খামার ও সূরম্য বাসা! তাদের আনন্দদায়ক কত নিয়ামত। এভাবেই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। তাদের জন্য আসমান যমীন কাঁদেনি এবং তারা অবকাশও পায়নি" (সূরাতুদ দোখান, ৪৪ ঃ ২৪-২৯)।

৭. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ "যেমন ছিল রীতি ফিরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফিরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল যালিম" (সূরাতুল 'আনফাল, ৮ ঃ ৫৪)।

৮. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً "আর বনী-ইসরা'ঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে। অবশেষে ডুবতে গিয়ে বলল, ঈমান আনলাম বনী ইসরাঈলের মাবুদের প্রতি, তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আর আমি মুসলমান। এখন (ঈমানের কথা) বলছ! অথচ একটু আগে তুমি নাফরমান ও ফাসাদকারী ছিলে। আজ তোমার দেহটি রক্ষার ব্যবস্থা করছি, যাতে তুমি পরেরদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক" (সূরাতু ইউনুস, ১০ ঃ ৯০-৯২)।

প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে মিশর রাজ্যের শাসক ছিল ফারাও। পবিত্র কুরআনে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ফিরাউন। মিশর নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং গবেষকগণ সে সময়কার ফিরাউনের নাম মারনেপতাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। শাসক হিসেবে ফিরাউন ছিল দূর্দন্ড প্রতাপ সমৃদ্ধ স্বৈরাচার (Autocrat)। দম্ভ, অহংকার আর ঔদ্ধত্য মনোভাব তার কথা ও কাজে প্রকাশ পেত। এমন কি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করে একদিন নিজেকে সে রব (أنا الرب) ঘোষণা করে বসল। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবী হযরত মুসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেন, ফিরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্যে, اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى "এখন তুমি (মুসা-আঃ) ফিরাউনের কাছে যাও, সে বড় অহংকারী সীমালংঘনকারী হয়েছে" (সূরাতু তোয়াহা, ২০ ঃ ২৪)। কিন্তু ফিরাউন তাওহীদের দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না। বরং মুসা (আঃ) ও তাঁর উম্মতদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পশ্চাদাবন করে তাদেরকে নিয়ে গেল নীল নদের তীরে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সাথে সাথে নদের পানি দু'ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। মুসা (আঃ) এবং তাঁর সাঙ্গীরা সে রাস্তা বেয়ে নদের ওপার চলে গেলেন। ফিরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনী একই রাস্তা অনুসরণ করে যে-ই মাত্র নদের মাঝখানে আসল, অমনি তরঙ্গের প্রচন্ড ঝাপটা এসে তাদেরকে নিমজ্জিত করে নিল। এমতাবস্থায় ফিরাউন বলল, "আমি মুসা (আঃ)-এর রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "তোমাকে অনেক বার তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, তুমি বরং বার বার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে।" ফিরাউনের মৃত দেহটি এখনো সংরক্ষিত আছে কায়রো শহরের তাজবীরে অবস্থিত জাতীয় যাদুঘরের 'রয়েল মমিজ' কক্ষে। মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেট কর্তৃক ১৮৯৮ সালে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং দেহটি ফিরাউন মার্নেপতাহ্র বলে সনাক্ত করা হয়। (মুহাম্মদ আবু তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ২৭৩)

*মিশরের জাতীয় যাদুঘরের 'রয়াল মমিজ' কক্ষে রক্ষিত ফেরাউনের লাশ*

পবিত্র কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন ফিরাউন মারনেপতাহ্র মরদেহটি সংরক্ষিত ছিল নীল নদের পাড়ে অবস্থিত থিবিসের নেক্রোপলিস সমাধি ভূমিতে এবং তা মমি করা ছিল। রসায়নবিদরা বিস্ময়বোধ করেন এ জন্য যে, কোন রাসায়নিক উপাদানে ফিরাউনের মরদেহ মমি করা হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে মৃত দেহটিকে অক্ষত রেখেছে? এ প্রসঙ্গে কোন কোন রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, হয়ত তখন ফিরাউনের সাথে জন্ম নিয়েছিল একদল রসায়নবিদ যাদের বিশিষ্ট আবিষ্কারের নিরিখে ফিরাউনের নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব

এখনও ঠিক আছে। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "ফিরাউনের লাশ রক্ষা করা হবে চিরকাল, যাতে সীমালংঘনকারী শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা নিতে পারে।"

## নৃবিজ্ঞান নানা ভাষা ও বর্ণ নিয়ে আলোচনা করে থাকে

স্রষ্টা শুধু বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতেই মানুষকে বিভক্ত করেননি, তিনি তাদের দিয়েছেন আলাদা ভাষা ও বর্ণ যা মানুষের নিজস্ব গোষ্ঠীকে অন্যের থেকে আলাদা করে দেয়। পবিত্র কুরআনেও নানা ভাষা ও বর্ণ নিয়ে এক জায়গায় আলোচনা পাওয়া যায়। যেমন-

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে" (সূরাতুর রূম, ৩০ ঃ ২২)।

২. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "অনুরূপ ভাবে রং-বেরঙের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী আছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে" (সূরাতু ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮)।

মানুষ সাদা-কালো সবই আল্লাহ্ তা'আলারই নিদর্শন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন, হে 'আয়েশা (রাঃ) (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্ঘাটনকারী) মুজাযযিয্ মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামা এবং যায়িদ-এর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পা গুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পা গুলো একে অপর থেকে। (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ৬/২৪৮৬)

## নৃবিজ্ঞান বিভিন্ন জাতির শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও বিভিন্ন জাতির শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা এসেছে। যেমন-

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ "নিশ্চয় হিজরবাসীরা (ছামূদ সম্প্রদায়)ও রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে নিদর্শনাবলি দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিরাপদে বসবাস করত" (সূরাতুল হিজ্র, ১৫ ঃ ৮০-৮২)।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ "আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা 'আদ বংশের 'ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন। যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি। আর ছামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল" (সূরাতুল ফজর, ৮৯ ঃ ৬-৯)।

## নৃবিজ্ঞান মানুষের হাড়ের ফসিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআন মানুষের হাড়ের ফসিল নিয়েও আলোচনা করেন এবং মানুষকে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

সর্ব প্রথম যে প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তা ছিল একটা গাধা। পবিত্র কুরআনে এর বিবরণ বিশদভাবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এক নবী ছিলেন হযরত উযায়ের (আঃ)। তিনি একবার দাজলা নদীর তীরবর্তী এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ গ্রামের লোকজন সব মরে গিয়েছিল। বাড়ী-ঘরগুলো মেরামত করার কেউ ছিল না। সব ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কীভাবে মানুষকে জীবিত করবেন তা উযায়ের (আঃ)-এর জানার কৌতুহল হল। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, কি ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রামের জনগণকে জীবিত করবেন? আল্লাহ্ তাঁকে এ বিষয় জানিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি তাঁকে ও তাঁর গাধাটিকে মৃত্যু দিলেন (পানিপথী, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, ১৪১২ : ১/৩৬৯), পবিত্র কুরআন এ ঘটনাটির বিবরণ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে- সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ ঃ ২৫৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা উযায়ের (আঃ)-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমার গাধাটিকে ১০০ বছর পর আমি জীবিত করেছি, এখন গাধাটির এভাবে জীবিত হওয়ার রহস্যের প্রতি লক্ষ্য কর এবং মানুষের জীবিত হওয়ার রহস্য বুঝে নাও। অর্থাৎ গাধাটি ছিল সর্ব প্রথম জানোয়ার, যার উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। সারকথা মানুষের সৃষ্টি রহস্যকে বোঝার জন্য সর্ব প্রথম যে জানোয়ারের উপমা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল একটা গাধা।

২. তিনি আরও বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ "সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভূত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে

নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে। বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত" (সূরাতু ইয়াসিন, ৩৬ ঃ ৭৮-৭৯)।

৩. অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন" (সূরাতুল বাকারাহ্, ২ ঃ ২৬০)।

## নৃবিজ্ঞান মানুষের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে থাকে

পবিত্র কুরআনেও মানুষের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ "তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, তোমাদের চেয়ে তাদেরকে বেশি প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি" (সূরাতুল আন'আম, ৬ ঃ ৬)।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, অতীতে উন্নত সভ্যতারও বিকাশ ঘটেছিল। সেই সভ্যতা গড়ে তোলার উপকরণও তিনি মানুষকে দিয়েছেন।

২. অন্যত্র আরও ইরশাদ হচ্ছে, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ "আমি লৌহ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ" (সূরাতুল হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)।

বর্ণিত এই আয়াতে মানব সভ্যতা গড়ার ব্যাপারে লোহার ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই লৌহ দ্বারা মানুষ জীবন-যাপনের জন্য নানা উপকরণ, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করেছে। এইভাবে গড়ে উঠেছে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। শুধু অতীত নয় আমাদের বর্তমান সভ্যতাও লোহা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। লৌহ আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য উপাদান।

আলূসী (র.) বলেন, এখানে নাযিল করার মানে সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখিত ছিল। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। (আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল 'আজীম*, ১৪১৫ : ১৪/১৮৮)

মুফতী শফী (র.) বলেন, আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্‌র বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়।

দুই. এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না। (শফী, *মা'আরিফুল কুরআন*, ২০০৫ : ৮/৩২০)

ইবন কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে দমন করার লক্ষ্যে লোহা তৈরি করেছি। অর্থাৎ প্রথমে কিতাব, রাসূল এবং হকের মাধ্যমে হুজ্জাত কায়েম করেছি। অতঃপর বক্র অন্তর বিশিষ্ট লোকদের বক্রতা দূর করার জন্য আমি লোহা সৃষ্টি করেছি যে, যেন এর দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ভক্ত বান্দারা তাঁদের শত্রুদের অন্তরের কাঁটা বের করে আনে। সুতরাং লৌহ দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হয়। যেমন- তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম ইত্যাদি। এছাড়া এর দ্বারা জনগণ আরো বহু উপকার লাভ করে থাকে। যেমন- এই লৌহ দ্বারা তারা কুড়াল, কোদাল, দা, আরী, চাষের যন্ত্রপাতি, বয়নের যন্ত্রপাতি, রান্নার পাত্র, রুটির তাওয়া, বড় বড় দালান, বিমান, রকেট ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে থাকে। (ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, ২০০১ : ৪/৩১৪)। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত 'আদম (আ.) তিনটি জিনিসসহ জান্নাত হতে এসেছিলেন, নেহই, বাঁশী এবং হাতুড়ী। (আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, ২০০০/ ১৪২০ : ২৩/২০১)

## নৃবিজ্ঞান মানুষের সুন্দর করে কথা বলা সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে

নৃবিজ্ঞান মানুষের সুন্দর করে কথা বলা সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে এক অপরের সাথে কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। অন্তরনিহিত চিন্তা-চেতনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং আবেদন-নিবেদন বিপুল প্রসারী কথার রেণুতে প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীছ কথা বিনিময়ের যে সৌজন্যমূলক কৌশল শিক্ষা দেয় যা উত্তীর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিদিত। যেমন- বড়দের সাথে, পিতা-মাতার সাথে এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বিনিময় করতে হবে শ্রদ্ধাজড়িত কণ্ঠে। প্রতিবেশীর সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাথে কিংবা বন্ধুর সাথে বাক্য বিনিময় হবে সম্প্রীতির সুরে। আর ছোটদের সাথে, এতিমদের সাথে, দাস-দাসীদের সাথে কথা বিনিময় হবে স্নেহ মাখা কণ্ঠে। কথা বলার এরূপ স্তর বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হলে মানব পরিবেষ্ঠিত সমাজে সম্প্রীতিমূলত নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "আর আমার বান্দাদের বলে দিন তারা যেন এরূপ

কথা বলে যা উত্তম" (সূরাতুল 'ইস্‌রা, ১৭ ঃ ৫৩)। وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا "পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ মোটেও পছন্দ করেন না দাম্ভিক আত্মগরীমাকে" (সূরাতুল বাকারাহ্, ৪ ঃ ৩৬)।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ "ভাল কথা ও মন্দ কথা সমান নয়। উৎকৃষ্ট কথা দিয়ে উত্তর দিও। ফলে দেখতে পাবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সেও যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে" (সূরাতু ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৫)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ।" (আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১৪০৭/ ১৯৮৭ : ১/১৩)

সুন্দর করে কথা এক প্রকার আর্ট (শিক্ষা)। এ আর্ট আয়ত্ব করার জন্য তিনটি বিশেষ গুণ অর্জন করতে হয়।

১. কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে জ্ঞান অর্জন।
২. নিবিড় ধৈর্য ধারণ।
৩. আত্মসংযম অবলম্বন।

Intelligent Quotient (বুদ্ধির পরিমাণ)

$$I.Q = \frac{\text{mental age}}{\text{chronological age}} \times 100$$

আজকাল I.Q কথাটি খুব বেশি চালু হয়েছে। কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে I.Q যার প্রচলিত অর্থ বুদ্ধির পরিমাপ। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের মনের একটি বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে অজানা পরিস্থিতিতে কি করণীয় তা স্থির হয়। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ১৫৫)। এরই উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে কা'বা গৃহ সংস্কার কালে হাজরে আসওয়াদ (পবিত্র কালো পাথর) স্থাপনকে কেন্দ্র করে আরব গোত্রে পারস্পরিক সংঘর্ষ বেধে যায়। কারণ সব গোত্র চায় এ পবিত্র ঐতিহাসিক পাথরখানা যথাস্থানে স্থাপন করে ধন্য হতে। অবশেষে অলীদ ইবন মুগীরা আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সমস্যাটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব করেন। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স তখন ৩৫ বছর। সমস্যার ধরণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি (মুহাম্মদ-(সাঃ)) তৎক্ষণাৎ একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কা'বা গৃহের সামনে একটি রুমাল পেতে তার উপর নিজ হস্তে হাজারে আসওয়াদ রাখেন। চার গোত্রের চার প্রধান পুরুষকে রুমালের চার কোণা ধরে তা যথাস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। তারা সাথে সাথে তাই করেন। ফলে সবাই যেমন মর্যাদার অধিকারী হলেন তেমনি বিবাদের সম্মানজনক মিমাংসা হয়ে গেল। (আল-মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ১৪২২ : ৬০-৬১)

এ কৌশলকে মনোবিজ্ঞান মনের বুদ্ধি ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্ন করে। এ ধরণের I.Q ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে জ্ঞান অর্জনের নিরিখে। যতবেশি পাঠ করা যায় বুদ্ধি ও প্রতিভার ততবেশি ত্বরান্বিত হয়। এ I.Q সমৃদ্ধ করার জন্য গোটা মানব জাতিকে পবিত্র কুরআন আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাঁর সর্ব প্রথম অবতীর্ণ বাণীতে, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "মনযোগের সাথে পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, পাঠ করুন, আপনার প্রভু মহানুভব যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না" (সূরাতুল 'আলাক, ৯৬ ঃ ১)। বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য সকল জ্ঞানের মহান অধিপতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করার জন্য মানবজাতিকে উপদেশ দিয়েছেন, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا "এবং বল, প্রভু হে! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধি প্রদান করুন" (সূরাতু তোয়াহা, ২০ ঃ ১১৪)।

সুতরাং সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট (শিক্ষা)। এ আর্ট আয়ত্বে থাকলে জয় করা যায় মানব সমাজ। সর্বোপরি মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকে আর্ট সমৃদ্ধ ভাষায় ডাক দিলে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র কুরআন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্র বিশিষ্ট নবী এবং বান্দা হযরত আইয়ুব (আঃ) আশি বছর সুন্দর ও সম্পদ সমৃদ্ধি জীবন-যাপন করার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে পচনশীল অংশে পোকা এসে যায়। তখন তাঁর কেবল জিহবটা শুধু ভাল ছিল। জিহবা নড়াছড়া করে আল্লাহ্ তা'আলার তাছবীহ, হামদ করতেন এবং যিকর করতেন। এভাবে সাত বছর সাত মাস সাত দিন মতান্তরে তের বছর অথবা আটার বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে জিহবায়ও পচন ধরা শুরু হয়। তখন হযরত আইয়ুব (আঃ) হৃদয়ের সকল আবেগ উজাড় করে মহান আল্লাহ্কে যে ভাষায় ডাক দিয়েছিলেন তা ছিল অনন্য সাধারণ ভাষা শৈলী, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "স্মরণ করুন, যখন আইয়ুব (আঃ) তার প্রভুর কাছে মিনতি পেশ করলেন, হে আমার প্রভু! আমি ভীষণ কষ্টে পতিত হয়েছি কিন্তু তুমি তো সকল দয়াবানের উপর শ্রেষ্ঠ দয়াবান" (সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৩)। অথচ এ ক্ষেত্রে বলা উচিত ছিল আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি। আমাকে শেফা দান করুন। এভাবে না বলে তিনি কথাকে কৌশল গত ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করলেন। আর তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ্ সাড়া দিয়ে বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا "অতঃপর আমি তাঁর নিবেদনে সাড়া দিলাম এবং তাঁর সকল দুঃখ কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের ফিরিয়ে দিলাম এবং এক বিশেষ রহমত দ্বারা তাঁকে ধন্য করে দিলাম" (সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৪)। (পানিপথী, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, ১৪১২ : ৬/২৩৫-২৩৬; আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ আন হকাইকি গাওামিযিন তানযীল*, ১৪০৭ : ৩/১৩১)

## নৃবিজ্ঞান মানব শরীর সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে

নৃবিজ্ঞান মানব শরীর নিয়ে অত্যন্ত উৎফুল্লতার সহিত গবেষণা করে থাকে। একটি মাত্র কোষ (Cell) থেকে কিভাবে এ বিশাল দেহ গড়ে ওঠেছে। বাহ্যিক অঙ্গসমূহের স্বয়ংক্রিয় সঞ্চালন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় কেন দ্রুত সাড়া জাগে, কোন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন শরীরের যে কোন অবস্থার বা পরিস্থিতির পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়! জ্ঞান সমৃদ্ধ পূর্ণ ঈমান দীপ্ত মানুষ অবশ্যই নিজের শারীরিক গঠন,

এর বিকাশ এবং এর কার্য নৈপুণ্যতা নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ শরীরের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কৌশল উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই পবিত্র কুরআন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ "একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে যেমন অসংখ্য প্রমাণ তেমনি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অনেক নির্দেশনা। তারপরেও কি তোমরা তা দেখবে না?" (সূরাতুয যারিয়াত, ৫১ ঃ ২০-২১)।

মানব শরীর তৈরি হয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অনেক ধরনের খনিজ লবন দিয়ে। এ মৌলিক পদার্থগুলোর নানা রকম ক্রিয়া বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে প্রাণরস (Protoplasm)। প্রাণ রসের শতকরা ৯০% ভাগ পানি এবং বাকী অংশগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ। যেমন- প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং নিউক্লিক এসিড। প্রাণের সাড়া এসেছে যখন প্রাণরস দিয়ে, তখন তা দিয়ে তৈরি হয়েছে কোষ (Cell)। আর লক্ষ লক্ষ কোষ দ্বারা মানব দেহ গঠিত। সমস্ত শরীরবৃত্তিয় কর্ম সম্পাদনের আসল প্রভাবক এ কোষ। কিছু সংখ্যক কোষ যখন একই প্রজাতি থেকে উৎপন্ন হয়, একই গঠনের হয় এবং একই কাজ সম্পন্ন করে তখন তাদেরকে এক সঙ্গে বলা হয় কলা (Tissue)। কলা আবার বিভিন্ন রকমের আছে। যেমন, দেহত্বক হচ্ছে আবরণী করা (Epithelial tissue)। রক্ত, অস্থি হচ্ছে সংযোজক কলা (Connective tissue)। মস্তিস্ক, সুষুমা কান্ড হচ্ছে স্নায়ু কলা (Nervous tissue)। আবার একটি কলা মিলে গড়ে ওঠেছে একাধিক অঙ্গ। যেমন- মস্তিস্ক, যকৃত, হৃদপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃক্ষ ইত্যাদি। কয়েকটি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়েছে তন্ত্র। প্রত্যেকটি তন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। যেমন- রক্ত সংবহন তন্ত্র রক্তের সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে। শ্বসনতন্ত্র, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড আদান-প্রদানে, পৌষ্টিকতন্ত্র খাদ্য গ্রহণ ও হজমে সাহায্য করে। আর পেশী, কংকাল তন্ত্রের সাহায্যে আমরা চলাফেরা করি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করি। (মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ২০০১ : ৩০৬-৩০৭)

স্নায়ুতন্ত্র শরীরের সকল তন্ত্রের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, তন্ত্রগুলির কাজ আলাদা ও সুনিদিষ্ট। কিন্তু এরা একে অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একটি বিকল কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সমগ্র তন্ত্র প্রভাবিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন তন্ত্রের গঠনগত ও শরীরবৃত্তিয় কাজের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে মানব শরীর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "তিনি আল্লাহ্ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, সুগঠিত করেছেন এবং সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর ইচ্ছামত তোমার আকৃতি তৈরি করেছেন" (সূরাতুল ইনফিতার, ৮২ ঃ ৭-৮)।

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, মানব দেহের বাহ্যিক আকার আকৃতি ও গঠন শৈলী নির্ধারিত পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ মানুষের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ২ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ দৈর্ঘ্যে আকার পৃথিবীর মাধ্যকার্ষণ শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে পদার্পন করে তখন থেকেই সে পৃথিবীর মাধ্যকার্ষণ বলকে নিজের মধ্যে আয়ত্ব করতে থাকে। লক্ষ্যনীয় যে, মানুষের বর্তমান দৈর্ঘ্যের চেয়ে যদি তার দৈর্ঘ্য ২-৩ গুণ বেশি হয় তাহলে পৃথিবীতে মাধ্যকর্ষণ শক্তির মধ্যে হাঁটা খুবই বিপদজনক হবে। যদি

মানুষের দৈর্ঘ্য বর্তমান অপেক্ষা ৩ গুণ হয় এবং দৈহিক অনুপাত একই রকম থাকে তাহলে তার ওজন হবে (৩×৩×৩)=২৭। ২৭ গুণ ভারী হওয়ার দরুন মানুষ পড়ে যাওয়ার শিকার হবে। আর যদি অতি খর্বাকার হয় তাহলে দেখা যায় তার দেহের অবয়ব তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যহীন এবং অসামঞ্জস্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার দেহের তাপশক্তি অধিক পরিমাণে নষ্ট হবে এবং তাপশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তাকে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। অতএব মানুষ যদি তার বর্তমান আকারের চেয়ে কয়েক গুণ ক্ষুদ্রাকার হতো তাহলে কেবলমাত্র খাদ্য সমস্যাই দেখা দিত না বরং তার মস্তিষ্কের আকারও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেত। করুণাময় আল্লাহ্ মানুষের যে দৈহিক আকার ও গঠনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে প্রজ্ঞার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

## উপসংহার

উল্লেখিত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন বিজ্ঞানময় কুরআন যাতে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আত্মা হচ্ছে নৃবিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়বস্তুর প্রতি পবিত্র কুরআন বহুপূর্বে ইঙ্গিত করেছে। অথচ সেই সময় নৃবিজ্ঞানের জন্মও হয় নাই। নৃবিজ্ঞান আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগে পবিত্র কুরআন নৃবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বরং নৃবিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের ইঙ্গিতসমূহ অধ্যায়ন করে এরই আলোকে নৃবিজ্ঞানের গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে। নৃবিজ্ঞান সব যুগ তথা আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগ ও স্থানের মানুষ এবং তার জীবনপ্রণালী সম্পর্কে গবেষণা করে। মানুষ এবং তার কাজ, আচরণ, জীবনপ্রণালী-সংস্কৃতি সম্পর্কে যত সব বিজ্ঞান রয়েছে সবই নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছেও এই সব বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পুর্নাঙ্গ আলোচনা রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা তারই বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

### তথ্যপঞ্জি


আল-আলূসী, আবূল ফাদাল মাহ্মূদ, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল 'আজীম*, তাহ: 'আলী 'আতিয়্যাহ, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৫, খ. ১৪, পৃ. ১৮৮

আল-কুশায়রী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, তাহ: মুহাম্মদ ফুওয়াদ 'আব্দুল বাকী, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবু মিন ফাদাইলি 'উমর, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি, খ. ৪, হা নং ২৪০০, পৃ. ১৮৬৫

আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিলাক, বাবুল লি'আন, খ. ২, হা নং ১৫০০, পৃ. ১১৩৭

আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল কাদরি, বাবু মা'না কুল্লি মাওলূদিন ইয়ুলাদু 'আলাল ফিত্রাতি, খ. ৪, হা নং ২৬৫৮, পৃ. ২০৪৭

আল-কুরতুবী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু 'আহ্মদ, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, তাহ: 'আহ্মদ 'আল-বার্দুনী, 'আহ্মদ 'আত্ফীশ, কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৩৮৪/ ১৯৬৪, খ. ৮, পৃ. ২২০

আল-কুদা'ঈ, মুহাম্মদ ইবন সালামাহ্, *মুসনাদুশ শিহাব*, তাহ: হামদী আস-সালাফী, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪০৭/ ১৯৮৬, খ. ১, হা নং ৬৩৮, পৃ. ৩৭০

আল-খালূতী, 'আহমদ ইবন মুহাম্মদ, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, দেওবন্দ: ফায়সাল পাবলিকেশন্স, ৪৪, তাবি, খ. ৩, পৃ. ৪১

আর-রাযী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু 'উমর, *মাফাতীহুল গাইব*, বৈরূত: দারু 'ইহ্ইয়া'ইত তুরাছিল 'আরাবী, ৩য় সং, ১৪২০, খ. ১৬, পৃ. ১১৬। أَنَّ الْعَبَّاسَ عَمَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُخِذَ أَسِيرًا بِبَدْرٍ، لَمْ يَجِدُوا لَهُ قَمِيصًا، وَكَانَ رَجُلًا طَوِيلًا، فَكَسَاهُ عَبْدُ اللَّهِ قَمِيصَهُ

আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ. ২২৮-২২৯

আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ১৫৩

আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩১, পৃ. ১৫৩ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لِعَادٍ ابْنَانِ شَدَّادٌ وَشَدِيدٌ فَمَلَكَا وَقَهَرَا ثُمَّ مَاتَ شَدِيدٌ وَخَلَصَ الْأَمْرُ لِشَدَّادٍ فَمَلَكَ الدُّنْيَا وَدَانَتْ لَهُ مُلُوكُهَا. فَسَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ: أَبْنِي مِثْلَهَا، فَبَنَى إِرَمَ فِي بَعْضِ صَحَارِي عَدَنَ فِي ثلاثمائة سَنَةٍ وَكَانَ عُمُرُهُ تِسْعَمِائَةِ سَنَةٍ وَهِيَ مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ قُصُورُهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَسَاطِينُهَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ وَالْيَاقُوتِ وَفِيهَا أَصْنَافُ الْأَشْجَارِ وَالْأَنْهَارِ، فَلَمَّا تَمَّ بِنَاؤُهَا سَارَ إِلَيْهَا بِأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْهَا عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً مِنَ السَّمَاءِ فَهَلَكُوا.

আদ-দারু কুতনী, 'আলী ইবন 'উমর, *সুনানুদ দারু কুতনী*, তাহ: শু'আইর আরনাইত, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২৪/ ২০০৪, খ. ৪, হা নং ৩৭৮৬, পৃ. ৪৫৭

আল-বায়হাকী, 'আহমদ ইবনুল হুসাইন, *আস-সুনানুল কুবরা*, তাহ: মুহাম্মদ 'আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ৩য় সং, ১৪২৪/ ২০০৩, খ. ৭, হা নং ১৩৭৫৮, পৃ. ২১৪

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু 'ইসমা'ঈল, *আস-সহীহ*, তাহ: ড. মুস্তাফা দিব বুঘা, কিতাবুল ইস্তি'যান, বাবু বাদ্ইস সালাম, বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭/ ১৯৮৭, খ. ৫, হা নং ৫৮৭৩, পৃ. ২২৯৯

আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার, বাবুল কিস্ওয়াতি লিল'উসারা, খ. ৩, হা নং ২৮৪৬, পৃ. ১০৯৫। عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، «فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ

আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, বাবু মান শাব্বাহা আসলান মা'লূমান বিআসলিন মুবায়্যান, খ. ৬, হা নং ৬৮৮৪, পৃ. ২৬৬৭ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟»، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ»

আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা কীলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন, খ. ১, হা নং ১৩১৯, পৃ. ৪৬৫

আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফারায়েদ, বাবুল কায়িফ, খ. ৬, হা নং ৬৩৮৯, পৃ. ২৪৮৬ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ "

আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, বাবুল মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমূনা মিন লিসানিহী ওয়া ইয়াদিহি, খ. ১, হা নং ১০, পৃ, ১৩

আল-মুবারকপুরী, সাফিউর রহমান, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, রিয়াদ: মু'আস্সাসাতু উলিন নুহা, ১৪২২, পৃ. ২৩৭ وكان أهل مكة يكتبون، وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم فإذا حذقوا فهو فداء.

আল-মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনু জারীর, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, তাহ: 'আহ্মদ মুহাম্মদ শাকির, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ২০০০/ ১৪২০, খ. ২৩, পৃ. ২০১

আয-যামাখশারী, মুহাম্মদ ইবন 'আমর, *আল-কাশ্শাফ আন হকাইকি গাওামিযিন তানযীল*, বৈরূত: দারুল কাতাবিল আরবী, ৩য় সং, ১৪০৭, খ. ৩, পৃ. ১৩১

আশ-শায়বানী, 'আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদু 'আহমদ ইবন হাম্বল*, তাহ: শু'আইব 'আরনাউত, বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সং, ১৪২১/ ২০০১, খ. ৭, হা নং ৪৪৩৮, পৃ. ৪৩৭

ইবন কাছীর, ইসমা'ঈল, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, কায়রো: আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১, খ. ২, পৃ. ৪১১

ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬০

ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৯

ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৪

পানিপথী, মুহাম্মদ ছানাউলাহ্, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, তাহ: গোলাম নবী আত-তূনিসী, পাকিস্তান, মাকতাবাতুর রাশীদিয়্যাহ্, ১৪১২, খ. ৫, পৃ. ১৭

পানিপথী, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৯

পানিপথী, *আত-তাফ্সীরুল মাজহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৫-২৩৬

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, ঢাকা: ইডেন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ১৩৬

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭১

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-২৭৫

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

মুহাম্মদ আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

মুহাম্মদ 'আবূ তালেব, *AL-QURAN IS ALL SCIENCE*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭

মাও. আজিজুল হক, *কোনআন হতে বিজ্ঞান*, ঢাকা: হাছানিয়া লাইব্রেরী, ১ম সং, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩

মমতাজ দৌলতানা, *আল-কোরআন এক মহাবিজ্ঞান*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৬

*রহমান, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১০ম সং, ২০১৩, পৃ. ২৩৫

*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ২৩৬

*রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ২৩৬

রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ২৩৭

রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ২৩৮

রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ৪৪

রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, ২০১৩, পৃ. ২৪২-২৪৭

শেখ মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের অলৌকিকতা*, ঢাকা: মাহমুহ পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩/ ১৪২৪, পৃ. ১৫৭

শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুরআন*, অনু. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৬, খ. ৪, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

শফী, মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুরআন*, অনু. মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ম সং, ২০০৫, খ. ৮, পৃ. ৩২০

Robert B. Taylor, *Culturul Ways*, 1980, p. 6

## টিকা

ফসিল বলতে বুঝায় বহুদিন আগের মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ। কিন্তু জীবন্ত ফসিল হল এমন কতগুলো জীব, সুদূর অতীতে জন্ম হলেও যাদের বংশধরেরা আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছে। অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় সকল প্রাণীই বহুপূর্বে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।

সংস্কৃতি হলো একটি জীবন প্রণালী (A way of life)। এই অর্থে কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকে বুঝানো হয়ে থাকে। (রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, পৃ. ৪৪)

ডারউইন বলেছেন, প্রতিটি জীব বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বলে বর্তমানে আধুনিক মানব প্রজাতি বিবর্তনের আওতাভুক্ত এবং আদি Primate-এর একটি শাখার উন্নত সংস্করণই বর্তমান সুন্দর মানুষ। মানুষ হলো বানরের বিবর্তনরূপ।